০৯ জুলাই ২০১৮

আহত তরিকুলের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ এবং নারী শিক্ষার্থীর নিগৃহীত হওয়ার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর দাবী

কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের ঢাকায় মারধর ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত ০২ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পতাকা মিছিল বের করে। গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ছাত্রলীগ কর্মীরা উক্ত মিছিলে হামলা করে এবং রামদা, হাতুড়ি, বাঁশ ও লাঠি দিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর নির্দয়ভাবে আক্রমণ চালায়। এ সময় বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলামকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন কর্মী এ হামলার সাথে জড়িত বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে তরিকুলকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার সুচিকিৎসার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে গত ৫ জুলাই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এর পূর্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও কোটা সংস্কার আন্দোলনের একজন নেতাকে বের করে দেয়া হয়েছে বলে আমরা গণমাধ্যম থেকে জেনেছি। সরকারী হাসপাতালগুলোর এমন ভূমিকায় আমরা উদ্বিগ্ন।

বাংলাদেশ সংবিধানে শান্তিপূর্ণভাবে মত প্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার অধিকার প্রতিটি নাগরিককে দিয়েছে। এটি প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার। যদি এক্ষেত্রে কোন অস্থিতিশীলতার সম্ভাবনা থাকে তবে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, কোনো ভাবেই শক্তি প্রয়োগ বা অযাচিতভাবে কোন পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার রাখে না। আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বেপরোয়া আচরণ প্রত্যক্ষ করছি। তারা প্রায়শই আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে যা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। গণমাধ্যমে সম্প্রতি একজন নারী শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছেন যে, গত ০২ জুলাই শহীদ মিনারে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকে মারধর করে, পরবর্তী সময়ে সে সিএনজি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় জোর করে সিএনজিতে উঠে তাকে লাঞ্ছিত করে। এরপর তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেও পুলিশ তাকে নানাভাবে অপমান করে। সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়াই তাকে এক রাত হাজতে রাখা হয়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) দেশব্যাপী কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর যে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো হচ্ছে তা বন্ধের দাবী জানাই। এক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ত্বরিত নির্দেশনা দেয়ার আহ্বান জানাই। তরিকুলের ওপর হামলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া ও তার উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা নেয়া হোক। নারী শিক্ষার্থীর নির্যাতনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত সাপেক্ষে দায়ীদের বিরুদ্ধে যথোপোযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক। আমরা নাগরিকের মর্যাদা, নিরাপত্তা, সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার সর্বোপরি মানবাধিকারের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা ও সে সব রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ প্রত্যাশা করি।